বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া সড়কে এ কাজ করেন প্রতিষ্ঠানটি। এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নস্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে বললেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম উইকেয়ার ফেস-১ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহে ৮৪.৯৯ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। এর অধীনে কোটচাঁদপুরেও সড়ক ও মার্কেট নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে। কাজটি যৌথভাবে করছেন রানা বিল্ডার্স ও মিজানুর রহমান নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

গেল ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ সালে কাজটি শুরু হয়। যা সম্পন্ন হবে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ সালে। এর তদারকিতে আছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন ছিল বৃষ্টির দিন। ওই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করেন বলুহর ইউপি অফিস, গোবিন্দপুর বাজার সড়ক ভায়া রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া,সড়কে। যা আইডি নাম্বার – ২৪৪৪৪২৩০০৯।

খবর পেয়ে উপজেলা প্রকৌশলী কাজ বন্ধ করতে লিখিত ভাবে জানান প্রতিষ্টানটিকে। এরপরও বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ওই সড়কের কাজ করেন তারা।

সিঙ্গিয়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম, মমরেজ মন্ডল ও আতিয়ার রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই ছিল বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির মধ্যেই দেখলাম বড় বড় ট্র্যাকে পিচ ও মেটেরিয়াল আসছে। এরপর দেখলাম বৃষ্টির মধ্যেই তারা কাজ করছেন। আপনারা বাধা দেননি, এমন প্রশ্নে তারা বলেন, আমরা গ্রামের উমি মানুষ। এ কাজ সম্পর্কে কি জানি, আর বলেই বা কি হবে। তাদের কাজ তারা করেই যাবেন। গ্রামবাসী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তাটি নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এ জন্য অনেক কিছু জানার পরও গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করেনি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম বলেন, ১১ টার সময় মেটেরিয়াল সড়কে চলে আসে। আর বৃষ্টির সময় আমরা কাজ বন্ধ রেখে ছিলাম। বৃষ্টির পর পানি পরিস্কার করে,মেশিন দিয়ে ব্যাচমেন্ট শুকিয়ে কাজ করা হয়েছে। বৃষ্টি মধ্যে কাজ করা ঠিক হচ্ছে কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যে কাজ করলে কোন সমস্যা নাই। এছাড়া এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে।

প্রজেক্ট ম্যানেজার শামসুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির পানি বেশি হলে সমস্যা হয়। বেশি বৃষ্টি তো হয়নি। এরপরও যদি রাস্তার সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে রাস্তা আবারও করে দেয়া হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল। এই বৈরী আবহাওয়া মধ্যে কাজ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিত ভাবে নিশেধ করা হয়। এরপরও তারা কোন কথা না শুনে বৃষ্টির মধ্যেই ওই সড়কের কার্পেটিংয়ের কাজ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ঘটনাটি উদ্ধোতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। যা ব্যবস্থা নেবার ওনারা নিবেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে মোবাইল যোগাযোগ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম সঙ্গে। তবে ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগরে জমির দখল নিতে রাতে কলাগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর গ্রামে জমির দখল নিতে রাতে ১২ কাঠা জমির প্রায় ২৫০টি কলাগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফরজ আলী ও আরোজ আলী নামের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) মানিকনগর গ্রামের মৃত এরশাদ আলীর ছেলে সাত্তক আলী মুজিবনগর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে সাত্তক আলী জানান, বুধবার (২৮ মে) ফরজ আলী ও আরোজ আলী বল্লভপুর মৌজার এস.এ ৭৪৭ নং দাগভুক্ত ১ একর ৩৪ শতক জমি জোরপূর্বক মাপজোক করে দখল করেন। তিনি ও তার ছোট ভাই সাদেক এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা অস্ত্র দেখিয়ে খুন ও জখমের হুমকি দেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে তারা ঘটনাস্থল থেকে সরে আসেন।

সাত্তক আলীর দাবি, উক্ত জমিতে তার প্রায় ১৫০০টি কলাগাছ ছিল। রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ২৫০টি কলাগাছ কেটে ফেলায় তার প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্তরা পুনরায় প্রাণনাশের হুমকি দেন।

সংবাদকর্মী সরেজমিনে গিয়ে দেখেন, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের মসজিদের পেছনে প্রায় ১২ কাঠা জমির কলাগাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে।

অভিযুক্ত ফরজ আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমি সরকারি চাকরিজীবী, বর্তমানে বান্দরবানে কর্মরত। কলাগাছ কাটার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উল্টো তারা আমাদের জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। জমির খারিজ-খাজনা আমাদের নামে। সম্প্রতি জমি মাপজোক করে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রমাণিত হয়েছে জমিটি আমাদের। সিদ্ধান্ত হয়, তারা দুই বছর ধরে জমি ব্যবহার করায় ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং তা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লিখে দিতে হবে। কিন্তু টাকা না দিয়ে উল্টো নিজেরা গাছ কেটে আমাদের নামে দোষ চাপাচ্ছে। আমি যেহেতু দূরে আছি, সেখানে গিয়ে গাছ কাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, “সাত্তক আলী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরের বামন পাড়ায় নারীর

উপর হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরের বামনপাড়া এলাকায় আমবাগানের আম পাড়া সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মোছাঃ নাছরিন আক্তার পলি (৪৫) নামের এক নারীকে জখম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন মৃত ইছাহাক মীরের ছেলে মোঃ জুয়েল, মৃত তারা মীরের ছেলে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব ওরফে হবু (৫২), মকছেদ মীরের ছেলে মোঃ হারু মীর, মোঃ হারু মীরের ছেলে মোঃ সাকিব মীর।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুর ১টার দিকে নাছরিন আক্তার পলি তার খালা ও মায়ের সাথে আমবাগানে গেলে অভিযুক্তরা সেখানে উপস্থিত হয়ে আম বিক্রি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা- কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আসামী মোঃ হারু তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

এরপর অন্যান্য অভিযুক্তরা বাঁশের লাঠি, রড ও জিআই পাইপ দিয়ে তাকে পেটায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে অভিযুক্ত মোঃ জুয়েল ধারালো হাসুয়া দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে কোপ মারেন। ভুক্তভোগী তা প্রতিহত করলে তার বাম পায়ে গুরুতর জখম হয়।

এছাড়া তার কানে থাকা স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং হাতে থাকা একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নেয়া হয় বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

তার চিৎকারে স্থানীয় কয়েকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং পরবর্তীতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভুক্তভোগী আরও অভিযোগ করে বলেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে, অভিযুক্তরা নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন জানান, তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর হামলার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া কাজলের ওপর দূর্বৃত্তরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পর থেকে কাজল চেয়ারম্যান আর খুজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গোলাম কিবরিয়া কাজল দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানাগেছে। হামলার বিষয়ে জানতে গোলাম কিবরিয়া কাজলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তার খোঁজে পুলিশ কাজ করছে।

ঝিণাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী ঘটনা শুনেছেন বলে নিশ্চিত করে বলেন, আমি সে সময় মিটিং এ ছিলাম। পরে জানতে পারি ওই চেয়ারম্যানের ওপর কে বা কারা হামলা চালিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

শৈলকুপায় জমি দখলের অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতায় হিন্দু পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাধুখালী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা জায়গা থেকে উচ্ছেদের শঙ্কায় রয়েছেন গ্রামের একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের অরুণ বিশ্বাসের পরিবার।

অরুণ বিশ্বাস বলেন, “এখনো বাপ-দাদার ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে আছি। গ্রামের অন্য হিন্দু পরিবারগুলো চলে গেলেও মায়ার টানে আমরা এখনও পড়ে আছি এখানে। কিন্তু এখন যে নির্যাতন শুরু হয়েছে, তাতে আর বেশিদিন টিকতে পারবো বলে মনে হয় না।”

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাধুখালী গ্রামের বাসিন্দা অরুণ বিশ্বাস তার পৈতৃক ২৭ শতক জমিতে বহু প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন। তবে ওই জমি নিয়ে ১৯৮৫ সালে তার প্রতিবেশী আব্দুস সাত্তার মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা করেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ১৯৯০ সালে আদালত আব্দুস সাত্তারের দলিল বাতিল ঘোষণা করেন। এরপর ২০১১ সালে অরুণ বিশ্বাস আদালতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন, যার রায়ে ২০২১ সালে আদালত আব্দুস সাত্তারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

তবে অভিযোগ রয়েছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গত শুক্রবার সকালে আব্দুস সাত্তার ও তার লোকজন ওই জমিতে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করতে গেলে বাধা দেয় অরুণ বিশ্বাসের চার ছেলে। এ সময় সাত্তার গং তাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক পর্যায়ে একটি ছোট ঘর নির্মাণ করে চলে যায়।

প্রবীণ প্রতিবেশী আব্দুল কাদের বলেন, “আমি গত ৭০ বছর ধরে দেখছি, এই জমিতে অরুণ বিশ্বাস ও তার পূর্বপুরুষেরা বসবাস করে আসছেন। জোর করে দখলের চেষ্টা করা অত্যন্ত দুঃখজনক।”

এ বিষয়ে অরুণ বিশ্বাসের ছেলে পল্লী চিকিৎসক অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, “আমরা নিজের জায়গায় ঘর তুলতে পারছি না। আদালতের রায় থাকার পরও তারা আমাদের নির্যাতন করছে। বাধ্য হয়ে বাবা-মা এখন গোয়ালঘরে থাকছেন।”

এদিকে অভিযুক্ত আব্দুস সাত্তারের ছেলে রেজাউল ইসলাম দাবি করেন, “এই জমির বৈধ কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা এই জমির মালিক।” তবে এ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খান বলেন, “এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি” লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরের ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগ

চিকিৎসার জন্য মুজিবনগরের সীমান্তবর্তী সোনাপুর গ্রাম থেকে আসেন আসাদুল ইসলাম। তার পছন্দের চিকিৎসক মাহমুদুর রহমান শিমুল রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলো করিয়ে রিপোর্ট দেখাতে আসলে, শিমুল পরিচালিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকের রিসেপশনে জানানো হয় যে, তাদের পছন্দ করা ল্যাবে পরীক্ষা না করালে রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে সাংবাদিক জাহিদ ও সাবিত তুহিন সেখানে উপস্থিত হন। ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলার সময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ল্যাব কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এবং ডাক্তার শিমুলের শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এছাড়া, পাশের দুটি ল্যাব পপুলার এবং কেয়ার ল্যাবের মালিকরা অভিযোগ করেছেন, ডাক্তার শিমুল ও তার স্ত্রী ডা. সাদিয়া আফরিন সোমা তাদের ল্যাবের রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

এ বিষয়ে ডা. মাহমুদুর রহমান শিমুল বলেন, মুজিবনগরে অনেক ল্যাবে বৈধ প্যাথলজিস্ট নেই, যার কারণে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সেসব ল্যাবের রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তবে সাংবাদিকদের সাথে কোনো ধরনের অসদাচরণের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান শিমুল ও সাদিয়া আফরিন সোমা দম্পতির মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিক, মুজিবনগর। বর্তমানে তারা দুজনই কর্মরত আছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর সদর হাসপাতালে।

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাকীর টাকা চাওয়ায় দোকানীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহে দোকান বাকীর পাওনা টাকা চাওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী (৫৮) একই গ্রামের মৃত কেনু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন আসাদুল ইসলাম (১৯), তার বাবা আশকর আলী (৬২) ও আশকর আলীর স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মুদি দোকানী মোহাম্মদ আলী ৮৪০ টাকা বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আসাদুল ইসলামের কাছে যান। ওই সময় আসাদুল, তার বাবা আশকর আলী ও আশকর আলীর স্ত্রী মিলে মোহাম্মদ আলীকে বেধড়ক মারধর করেন।

এক পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় স্থানীয়রা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেণ।

নিহতের ছেলে মশিয়ার রহমান বলেন, দোকান বাকির টাকা চাইতে গেলে সন্ত্রাসীরা আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমরা যেন মামলা না করি, তার জন্য তারা নানান রকম চাপ দিচ্ছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আমরা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবো।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনা জানার পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরের তালসার জিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ

কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার জিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ঘাঘা-তালসারবাসী।

এ অভিযোগের প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে তালসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিবাদ সভা করেন এলাকাবাসী। তারা অবিলম্বে বর্তমান কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস আগে কলেজ পরিচালনার জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন ঘাঘা গ্রামের হারুন অর রশিদ। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আনোয়ার হোসেন, হাফিজুর রহমান, মোফাজ্জল হোসেন এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম।

গত ২৬ মার্চ কলেজের পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য বোর্ডে পাঠানো হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে। এ নিয়েই শুরু হয়েছে বিরোধ। স্থানীয়দের অভিযোগ, কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন আব্দুল খালেক এবং সে সময় শিক্ষক নিয়োগের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

এছাড়া, পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সময় এডহক কমিটির কোনো সদস্য বা স্থানীয়দের মতামত নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানতে না পারার কথাও বলেছেন এডহক কমিটির কয়েকজন সদস্য।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেদী হাসান পাতা, আব্দুল মোতালেব, ফারুক হোসেন, আব্দুল করিম, শফিউদ্দিন লস্কর ও বাহার আলী। বক্তারা অভিযোগ করেন, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম স্থানীয় এক বিএনপি নেতার সহযোগিতায় অনিয়ম করে ‘পকেট কমিটি’ গঠন করেছেন। তারা বলেন, “যে অধ্যক্ষ কলেজের শুরু থেকেই

ভালো কিছু করেননি, বরং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাকেই আবার সভাপতি করা হয়েছে। আমরা এই কমিটি মানি না।”

এ বিষয়ে জিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম বলেন, “আমি আমার কলেজের সভাপতি হারুন অর রশিদ ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের পরামর্শে কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। যা ইতোমধ্যে অনুমোদনও হয়েছে।” এরপর তিনি আর কোনো মন্তব্য না করে ফোন বন্ধ করে দেন।

এডহক কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, “আমি নিয়ম অনুযায়ী এডহক কমিটির সভাপতি ছিলাম এবং নিয়ম মাফিকই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ যদি বলেন, তারা জানেন না, তবে সেটা মিথ্যা। তাদের উদ্দেশ্য আছে তারা তাদের পছন্দের লোককে কমিটিতে বসাতে চায়। সেটি সম্ভব না হওয়ায় এখন তারা আন্দোলন করছে।”

মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড (নতুন পাড়ায়) এক স্কুল ছাত্রীকে
(১৩) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

ধর্ষণের শিকার হয়েছে ঐ শিশুকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে শিশুটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছেন, গত ৮ মার্চ দুপুরে শিশুটিকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করে ওই ধর্ষক।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের